ব্যঙ্গ বঙ্গ বঙ্গ

কার্টুন : মোরশেদ মিঠু

চ্যানেল দেখে বলব কী...

● ইকবাল খন্দকার

আমার এক বন্ধু হাসতে হাসতে বলল– আগে কেবল শীতকালেই আমাদের দেশে বিদেশ থেকে অতিথি আসত। এখন শীতকাল আর গরমকাল নেই, সারাবছরই অতিথি আসে। আমি বন্ধুর কথার অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে তাকে বললাম বুঝিয়ে বলার জন্য। বন্ধু বুঝিয়ে বলল– আগে শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে অতিথি আসত। জি, আমি অতিথি পাখির কথা বলছি। আর এখন শীতকাল নেই গরমকাল নেই, ইন্ডিয়া থেকে পাখি আসে। জি, আমি পাখি ড্রেসের কথা বলছি। তবে সাইবেরিয়ার পাখি ক্ষতিকর না হলেও ইন্ডিয়ার এসব পাখি কিন্তু হেভি ক্ষতিকর। উদরপূর্তি করার জন্য অনেকে সাইবেরিয়ার পাখিগুলো মারতে চায়। আর ইন্ডিয়ার পাখির জন্য নিজে মরতে চায়। এই জন্যই ভুক্তভোগীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ভেসে বেড়ায় এই গান– 'ও পাখি তোর যন্ত্রণা, আর তো প্রাণে সয় না।'

আমার এক বড় ভাই সেদিন কথায় কথায় বলল– দুনিয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে রে। আগে রাশি সম্পর্কে জানার জন্য রিকশা ভাড়া করে জ্যোতিষীর কাছে যেতে হতো। আবার জ্যোতিষীকে মোটা অঙ্কের ফিসও দিতে হতো। এখন এসবের কিছুই করতে হয় না। রাশি সম্পর্কে জানতে চাও? টিভি ছেড়ে বসো। জি বাংলা ছেড়ে বসো। ব্যস, জানতে পারবে রাশির কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, কার সঙ্গে পরকীয়া চলছে। পাঠক, রাশি বলেন আর পাখি বলেন, সবই কিন্তু ইন্ডিয়ান চ্যানেলের অবদান। নব্বই দশকের শেষদিকে মুক্তি পাওয়া একটা বাংলা সিনেমার গান ছিল এমন– 'একদিন তোমাকে না দেখলে বড় কষ্ট হয়, এই দিনটাই যেন আমার বন্ধু নষ্ট হয়, বড় কষ্ট হয়।' ইন্ডিয়ান চ্যানেলের উদ্দেশে আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলাই এখন মনে মনে হলেও এই গানটা গায়– 'একদিন তোমাকে না দেখলে বড় কষ্ট হয়...।' কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয় ফোন করে বলল– তোর খোঁজে কি ভালো কোনো কবিরাজ আছে? আমি অবাক হয়ে বললাম– এই বিজ্ঞানের যুগে কবিরাজ দিয়ে কী করবেন বলেন তো? আত্মীয় বলল– বাটিচালান দেব। আমি আরো অবাক হলাম– বাটিচালান দেবেন? তা বাটিচালান দিয়ে কী বের করবেন? কিছু হারিয়েছে? আত্মীয় বলল– আমার বাসার টিভিটা তো দেখেছিস। টিভিটা কিনেছি দুইবছর আগে। টিভিটা এনে ফিট করার পর আমার বউ সেই যে স্টার জলসা দিয়েছে, তারপর আর চেঞ্জ করার সুযোগ দেয়নি। আজ সে বাপের বাড়ি গেছে। তাই আমি একটু দেশি চ্যানেল দেখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু রিমোট খুঁজে পাচ্ছি না। আমার বিশ্বাস বাটিচালান দিলে রিমোটটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।'

অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে আমাদের দেশে ভারতীয় তিনটা চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই আলোচনা শোনার পর আমার এক ভাবির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল। গাঢ় মেকআপও তার এই ভাঁজ তুলতে পারছে না। গতকাল তিনি পাশের বাড়ির ভাবির কাছে এসে বললেন– পরিস্থিতি যা, তাতে মনে হচ্ছে আমার পুরনো আত্মীয়-স্বজনদের কাছেই স্থায়ীভাবে চলে যেতে হবে। পাশের বাড়ির ভাবি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন– আপনার পুরনো আত্মীয়-স্বজনরা কোথায় থাকে? ভাবি এক শব্দে জানিয়ে দিলেন– কলকাতা। ■

হার মানা

কারো মধ্যে যখন বিস্তর প্যাঁচ থাকে, তখন আমরা তাকে জিলাপির সঙ্গে তুলনা করি। কেন করি? কারণ জিলাপির মধ্যে প্যাঁচের কোনো শেষ নেই। কিন্তু এই বহু প্যাঁচওয়ালা জিলাপিও হার মানে ঢাকা শহরের তারের কাছে। কারণ জিলাপিতে যদি আড়াই প্যাঁচ থাকে, তাহলে ঢাকা শহরের তারে থাকে আড়াই লাখ প্যাঁচ।

বাদুড়ের কাজই ঝুলে থাকা। কী কলাগাছ, কী বটগাছ, সব জায়গায় বাদুড় কেবল ঝুলেই থাকে। কিন্তু এই বাদুড়ও হার মানে মিরপুর টু মতিঝিল লোকাল বাসের যাত্রীদের কাছে। বাদুড় ঝোলে গাছে, আর তারা ঝোলে বাসের আধভাঙা ডাণ্ডায়।

হয়তো...

● আমাদের পূর্বপুরুষরা পাথর যুগে বসবাস করেছেন। তারা পাথর দিয়ে আগুন জ্বালাতেন, পাথর দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে পশু শিকার করতেন। হয়তো আমরা এখনো পাথর যুগের স্মৃতি ধরে রাখতে চাইছি। যদি তা-ই না হবে, তাহলে আমরা কেন চালে পাথর মেশাই?

● আপনার আমার শীত লাগে কেবল শীতকালে। যে কারণে শুধু শীতকালেই আমরা চাদর গায়ে দিই। হয়তো আমাদের 'বিছানা'র বারো মাসই শীত লাগে। এই জন্য বিছানার ওপর সব সময়ই চাদর পেতে রাখা হয়। যাকে আমরা 'বিছানার চাদর' বলি আর কি! ■